মেহেরপুরে তারেক রহমান এর ৫৪তম জন্মবার্ষিকী পালন

“তোমার অপেক্ষায় বাংলাদেশ” এই শিরোনামে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এর ৫৪ তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে।

বুধবার সকালে জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচী পালন করা হয়। জেলা বিএনপির মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, ইলিয়াছ হোসেন, আনছারুল হক প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

-নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে পেঁয়াজসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিএনপির সমাবেশ

মেহেরপুর শহরের বড়বাজারে পেঁয়াজসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সমাবেশ করেছে জেলা বিএনপি। সোমবার সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

সমাবেশে জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন বলেন, লুটেরা, কালো টাকার মালিক, জুয়াড়িদের হাতে রাষ্ট্র শাসন থাকলে জনগণের অধিকার পূরন হবে না। তিনি অবিলম্বে পেঁয়াজ, চালসহ দ্রব্যমুল্যের দাম কমানোর দাবী জানান।

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহমান, ইলিয়াস হোসেন, ইদ্রিস আলী, আবু সুফিয়ান হাবু, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক। সমাবেশে জেলা বিএনপির উপদেষ্টা ইদ্রিস আলী, তোজাম্মেল আযম, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, বিএনপি নেতা সামসুল আলমসহ শতশত নেতাকর্মী অংশ নেন।
– নিজস্ব প্রতিনিধি

শহীদ নুর হোসেন দিবসে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র শ্রদ্ধা নিবেদন

১০ই নভেম্বর শহীদ নুর হোসেন দিবসে মেহেরপুর জেলা বিএনপি তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং গণতন্ত্র পূনরুদ্ধার অঙ্গীকারে শপথ গ্রহণ করে।

জেলা বিএনপি কার্যালয়ে সকাল ১১টায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন, আব্দুর রহমান,ইলিয়াছ হোসেন, এমএকে খায়রুল বাশার ও পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায়

বিএনপির জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন

৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে মেহেরপুর জেলা বিএনপি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে পৌর কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন।

পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, ইলিয়াছ হোসেন, হাফিজুর রহমান হাফি, এম এ কে খায়রুল বাশার, শেখ সাঈদ আহমেদ সহ জেলা অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আয়োজনে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ চত্বরে আলোচনা সভার আয়োজন করে। চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহŸ◌ায়ক কমিটির সদস্য সিরাজুল ইসলাম মণির সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিএনপি প্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফ।

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় যুবদলের ৪১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্দ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

গতকাল রবিবার জেলা বিএনপির কার্যালয়ে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ।

প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন। বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আব্দুর রহিম, দপ্তর সম্পাদক আবু সুফিয়ান হাবু প্রমুখ।

আলোচনা সভা পরিচালনা করেন জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী। আরো বক্তব্য রাখেন যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আবদাল হক, যুগ্ম সম্পাদক মেহেদী হাসান রোকন, জেলা যুবদল সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপু, বাবু সাবের, এস এ শিল্টু খান, আনোয়ারুল ইসলাম, জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক সাইদুর রহমান সুজন, রাশেদুজ্জামান বাপ্পী, আহমেদ রনি, রাজন আলী, শামীম রেজা, জেলা যুবদলের সহ-সাংগঠনিক তৌফিক এলাহী শিমুল, মাসুদ রানা।

এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের অন্যতম নেতা খোরশেদ আলম, আব্দুল মালেক চপল, রাইহান মজিদ, রাজু আহমেদ, শফিকুল ইসলাম শফিক, হাসানুজ্জামান প্রমুখ।
চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান, চুয়াডাঙ্গায় পুলিশি বেস্টনির মধ্যে জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

রবিবার সকালে শহরের শিল্পকলা একাডেমী চত্বরে র্যালি, গণরক্তদান ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকালে শিল্পকলা চত্বর থেকে একটি র্যালি বের করতে গেলে পুলিশি বাধার মুখে পড়ে নেতাকর্মিরা। পুলিশি বাধায় র্যালিটি মূল সড়কে উঠতে না পারলেও সেখান থেকে সরকার বিরোধী নানা স্লোগান দেয়া হয়। পরে একই স্থানে যুবদলের নেতাকর্মিরা গণরক্তদান কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়।

এরপর শ্রীমন্ত টাউন হলে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় জেলা যুবদলের সভাপতি শরিফ উজ জামান সিজারের সভাপত্বিতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক ওয়াহেদুজ্জামান বুলা, মজিবুল হক মালিক মজু, খন্দকার আব্দুল জব্বার সোনা ও জেলা বিএনপির সদস্য শরীফুজ্জামান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ ঝন্টু।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে অন্যায়ভাবে জেলখানায়

বন্দি করে রাখা হয়েছে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। তিনি ভীষণ অসুস্থ্য হওয়া সত্ত্বেও তাকে কোন ধরনের চিকিৎসা দিচ্ছে না সরকার।

বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার শপথ নিয়ে নেতাকর্মিরা বলেন, ঘরে বসে থাকার সময় নেই, স্বৈরাচার সরকারের পতন ঘটাতে সবাইকে রাজপথে নামতে হবে। তারা আরো বলেন, বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলসহ সকল অঙ্গসংগঠনকে নিশ্চিহ্ন করতে বর্তমান সরকার যে ষড়যন্ত্র করছে যুবদল থাকতে তা কোন দিন সফল হবে না।

গণআন্দোলনের মাধ্যমে যে কোন মূল্যে দেশনেত্রী খালেদা জিয়াসহ সকল নেতাকর্মিকে মুক্ত করা হবে।

প্রতিদিন ডেস্ক

জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে ইসলাম আলী মাস্টারের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী পালন

মেহেরপুর জেলা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলী মাস্টারের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকালে পৌর ঈদগাহ সংলগ্ন জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কাজি মিজান মেনন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য ও পিচ এম্বাসেডর জাকির হোসেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সহ সভাপতি ওমর ফারুক লিটন, যুগ্ম সম্পাদক ফয়েজ মোহাম্মদ, যুবদলের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আলতাব হোসেন, নেতা আপেল, শিমুল, ছাত্রদলের সহ সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানি, সহ সাধারণ সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম, নবিন দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি উজ্জল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন

প্রমুখ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি।

:নিজস্ব প্রতিনিধি

শক্তিমান প্রতিবেশীকে খুশি করে মসনদ টিকিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে ‘দেশের স্বার্থ হানিকর সব চুক্তি’ বাতিল চেয়েছে বিএনপি। সরকারের সমালোচনা করে দলটি বলেছে, এ সব চুক্তি নিজ দেশ ও জনগণের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে শক্তিমান প্রতিবেশীকে খুশি করে ক্ষমতার মসনদ টিকিয়ে রাখার সাময়িক ও ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।
গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির নেতারা এক আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন করে দেশের স্বার্থ বিরোধী সব চুক্তি বাতিল দাবি করেন। স্থায়ী কমিটির জ্যেষ্ঠ সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন লিখিত বক্তব্য পড়েন।
বক্তব্যের শুরুতেই মোশাররফ বলেন, জনগণের ভোটে নির্বাচিত না হওয়ায় জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নয়, এমন একটি শক্তি যখন কৌশলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে— তখন তার পরিণতি দেশ ও জনগণের জন্য কতটা ভয়াবহ ও ক্ষতিকারক হয়, তার সাম্প্রতিক প্রমাণ প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের ফলাফল। তিনি বলেন, এ সফরে বাংলাদেশ ফেনী নদীর ১ দশমিক ৮২ কিউসেক পানি ভারতকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে, বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে যৌথ পর্যবেক্ষণের জন্য রাডার বসানোর এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে এলপিজি গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা দিয়েছে।
বিএনপির এই নেতা বলেন, আগেরবার ভারত সফর শেষে দেশে ফিরে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, আমরা যা দিয়েছি তা ভারত চিরদিন মনে রাখবে। তাহলে এবার আরও এত কিছু দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? মোশাররফ

বলেন, বিদেশিদের গ্যাস দিতে রাজি হননি বলে ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসতে পারেননি। তাহলে এবার আমদানি করা ডিউটি ফ্রি এলপিজি দেওয়ার উদ্দেশ্য কী?
খন্দকার মোশাররফ বলেন, অথচ বহু বছর ধরে তিস্তা এবং ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা পাওয়ার ব্যাপারে শুধুই আশ্বাস চলছে। আসামের নাগরিক পঞ্জির পরিপ্রেক্ষিতে কয়েক লাখ আসামবাসীকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ভারদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ আসাম রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের স্পষ্ট হুমকির মুখে দুই প্রধানমন্ত্রীর যৌথ বিবৃতিতে এ ব্যাপারে ইতিবাচক কোনো স্পষ্ট প্রতিশ্রুতির উল্লেখ নেই। ভারতে পাটজাত দ্রব্যসহ অন্যান্যে পণ্য রপ্তানির ওপর আরোপিত অন্যায় বাধা অপসারণে নিশ্চয়তা আদায় করতেও সরকার ব্যর্থ হয়েছে।
বিএনপি নেতা মোশাররফ বলেন, চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ায় বাংলাদেশের অবকাঠামো, নাগরিক পরিবহন চলাচল এবং অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে। সমুদ্র উপকূলে যৌথ নজরদারির ফলে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, দেশের স্বার্থ অনিশ্চয়তায় ঝুলিয়ে রেখে অন্যের স্বার্থ পূরণ করা সরকারের নতজানু নীতির প্রমাণ।
কারবালা ঠেকাতে দেশের সর্বনাশ
ফেনী নদীর পানি চুক্তির সমালোচনা করে বিএনপির এই নেতা বলেন, ফেনী নদী যৌথ নদী ছিল না। বর্তমান সরকার আরও ৬টি যৌথ নদীর সঙ্গে ফেনী নদীর নাম সংযুক্ত করে এবং এ সব নদীর পানি বণ্টন দিয়ে আলোচনায় রাজি হয়। এবার ফেনী নদীর পানি ভারতের একটি শহরে দেওয়ার চুক্তি হলো।
ফেনী নদীর এই পানি না দিলে সাব্রুম শহর কারবালা হয়ে যেত’ সম্প্রতি বিবিসিকে দেওয়া পররাষ্ট্রসচিবের এ মন্তব্যের উল্লেখ করে মোশাররফ বলেন, কারবালা কারওরই কাম্য নয়। কিন্তু বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিবের তো প্রথমে দেশের জনগণের স্বার্থ দেখার কথা। ফেনী নদীতে শুকনা মৌসুমে পানির অভাবে চাষাবাদের ক্ষতি, মুহুরি প্রকল্প অকার্যকর হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখেও তিনি ও তাঁর সরকার সাব্রুমকে কারবালা হতে না দিতে যতটা উদ্যোগী,Ñনিজের দেশের সর্বনাশ তাঁদের কাছে ততই মূল্যহীন। এটা কোনো দেশপ্রেমিক ব্যক্তি কিংবা সরকারের অবস্থান হতে পারে না।
‘ঠাকুর শান্তি পুরস্কার’ ছাড়া কী পেলাম?
ভারতে এলপিজি রপ্তানি চুক্তির বিরোধিতা করে বিএনপি বলেছে, বাংলাদেশ এলপিজি আমদানি করে। প্রতিবেশীর প্রয়োজনে তা রপ্তানির জন্য ইতিমধ্যে ওমেরা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ও বেক্সিমকো এলপিজি

ইউনিটকে লাভবান করার এই উদ্যোগ ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বিশেষকে লাভবান করবে, দেশকে নয়। এতে ভারতের প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার পথ এখন মাত্র ২০০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে এলপিজি গ্যাস ভারত পৌঁছাবে। ভারতকে এই সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে আমরা ‘ঠাকুর শান্তি পুরস্কার’ ছাড়া কী পেলাম?
মোশাররফ বলেন, আগেরবার ভারত সফর শেষে দেশে ফিরে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, আমরা যা দিয়েছি তা ভারত চিরদিন মনে রাখবে। তাহলে এবার আরও এত কিছু দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি বলেছেন, বিদেশিদের গ্যাস দিতে রাজি হননি বলে ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসতে পারেননি। তাহলে এবার আমদানি করা ডিউটি ফ্রি এলপিজি দেওয়ার উদ্দেশ্য কী?
গঙ্গা চুক্তি: অসত্য তথ্য
ক্ষমতায় থাকতে বেগম খালেদা জিয়া ভারত সফরের সময় গঙ্গা নদীর পানির কথা বলতে ‘ভুলে’ গিয়েছিলেন বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এটাকে ‘অসত্য ও ব্যর্থতা ঢাকার অপচেষ্টা’ বলে মন্তব্য করে মোশাররফ বলেন, ‘ওই সফর শেষে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারে বলা হয়, “সমতা ভিত্তিক দীর্ঘ মেয়াদি সমন্বিত প্রক্রিয়ায় দুই দেশের জনগণের সর্বোচ্চ স্বার্থে পানি বণ্টনের বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হন।’ তিনি প্রশ্ন তোলেন, কোনো আলোচনা না হলে যৌথ ইশতেহারে এই বক্তব্য থাকল কী করে?
মোশাররফ বলেন, প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৫ সালের আগে গঙ্গার পানি নিয়ে কোনো চুক্তি হয়নি, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তি হয়েছে ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে। এই চুক্তিতে যে গ্যারান্টি ক্লজ ছিল, তা ১৯৯৬ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়। যার ফলে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
আবরার বাংলাদেশের কণ্ঠস্বর
বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বিএনপির স্থায়ী কমিটি। তারা বলেছে, রাতের অন্ধকারে ভোট ডাকাতির অবৈধ সরকার দেশের স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী চুক্তি করেছে। এর প্রতিবাদ করায় জীবন দিতে হয়েছে আবরারকে। আবরারের পুরো বক্তব্যটি বাংলাদেশের স্বার্থের পক্ষে, তাই আবরার বাংলাদেশের কণ্ঠস্বর। তাঁর এই নির্মম মৃত্যু বৃথা যেতে পারে না। বৃথা যেতে দেওয়া হবে না, দেশের জনগণ বৃথা যেতে দেবে না।
মোশাররফ বলেন, দেশের স্বার্থবিরোধী এ সব চুক্তির প্রতিবাদে জনগণ ফুঁসে উঠেছে। সচেতন ছাত্র সমাজ আন্দোলনে সোচ্চার হয়েছে। সমালোচনায় ভীত সরকার তাদের দলীয় লাঠিয়ালদের দিয়ে ফেসবুকে প্রতিবাদী পোস্ট দেওয়ার জন্য বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরারকে খুন

করেছে। কিন্তু এই নৃশংস হত্যাকা- আন্দোলনের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে মাত্র কাউকে ভীত করতে পারেনি। জনগণ মুক্তিযুদ্ধের সোনালি ফসল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে এই দুরাচারী শাসকের পতন চায়। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, নজরুল ইসলাম খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সেলিমা রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ, মো. শাহজাহান, যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ।

ছবি-৭
সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই কমবেশি র্যাগিং আছে: শিক্ষামন্ত্রী
নিজস্ব প্রতিনিধি
দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই কমবেশি র্যাগিং আছে উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি বলেছেন, সরকারের একক প্রচেষ্টায় র্যাগিং বন্ধ করা সম্ভব না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, পরিবার—সবার ভূমিকা রয়েছে। র্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে বৈশ্বিক শিক্ষা পরিবীক্ষণ (জিইএম) প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। ‘অভিবাসন, বাস্তুচ্যুতি এবং শিক্ষা: দেয়াল নয়, প্রয়োজন সেতুবন্ধন’ শীর্ষক প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো।
শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘বুয়েটের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের হত্যাকা- ◌ের ঘটনায় আমরা ক্ষুব্ধ, লজ্জিত। একজন মেধাবীর এমন নৃশংস হত্যাকা- মেনে নেওয়া যায় না। হত্যায় জড়িত হিসেবে যাদের নাম এসেছে, তাদের দ্রুত ধরা হয়েছে। অবশ্যই দ্রুততম সময়ের মধ্যে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে।’
বুয়েটে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থীদের নির্যাতন করলেও প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি—শিক্ষার্থীদের এমন অভিযোগের বিষয়ে সাংবাদিকেরা শিক্ষামন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন। জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বুয়েটে ছাত্রলীগসহ অন্য ছাত্রসংগঠনগুলোও শক্তিশালী। শুধু সরকারসংশ্লিষ্ট বলে ছাত্রলীগ এমন করছে, সেটি বলাও গ্রহণযোগ্য না। যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র্যাগিং বন্ধে সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে।
বুয়েটের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করছেন—এ বিষয়ে সরকারের ভাবনা কী, তা জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন,

একজন উপাচার্য থাকবেন কি না, তাঁকে অপসারণ করা হবে কি না, সেটি ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু যাঁরা এখন আন্দোলন করছেন, তাঁরা দীর্ঘদিন এমন অন্যায় মেনে নিয়েছেন এবং চলতে দিয়েছেন। অন্যায় প্রতিরোধে নৈতিকতার জায়গা থেকে তাঁরা কী করেছেন। শিক্ষকেরা আগে সরব হলে এমন মর্মান্তিক ঘটনা হয়তো প্রতিরোধ করা যেত।
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জি এম হাসিবুল আলম, ঢাকাস্থ ইউনেসকোর প্রধান বিয়াট্রিস কালদুন, বাংলাদেশ ইউনেসকো জাতীয় কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল মনজুর হোসেন প্রমুখ।
– নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের মৌন মিছিল

বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদকে নির্মমভাবে হত্যার বিচারের দাবিতে মৌন মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয় তেকে মিছিলটি বের করা হয়।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নাজমুল হুসাইন, সাধারন সম্পাদক আলমগীর হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ বীন রফিক সিজার, সহ-সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, সহ-সভাপতি তৌফিক এলাহী শাকিল, সোহানুর রহমান সোহাগ, সাজেদুর রহমান বিপ্লব, যুগ্ম সম্পাদক মোল্লা মোঃ নাজমুল ইসলাম সহ ছাত্রদলের সকল ইউনিটের নেতাকর্মীরা।
– নিজস্ব প্রতিনিধি